Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭, সোমবার, ২ পৌষ, ১৪২৪

সি পি আই (এম)-এর ২৪তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন (৫-৭) জানুয়ারি

প্রস্তুতি জোরকদমে শহর জুড়েই

বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ২৪তম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলা জুড়ে প্রস্তুতি চলছে। চলছে দেওয়াল লিখন, গণসংগ্রহ, আলোচনাচক্র। জনজীবনের সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে আলোচনাসভায় মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফুয়াদ হালিম। নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ বিষয়ে আলোচনা করেছেন দেবাশিস চক্রবর্তী। ৫-৭ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে ঐতিহ্যমণ্ডিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলন। কার্ল মার্কসের জন্ম দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে কার্ল মার্কস নগর নামাঙ্কিত হয়েছে বর্ধমান শহর। টাউন হল মঞ্চ উৎসর্গিত হয়েছে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আজীবন সংগ্রামী পুরোধা ব্যক্তিত্ব ফিদেল কাস্ত্রো-র নামে। সম্মেলনের সূচনা হবে আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৮ টাউনহলে প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে। সমাবেশের প্রধান বক্তা হলেন সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য বিমান বসু। এই সমাবেশকে বৃহত্তর সমাবেশে রূপ দেওয়ার জন্য ৩০টি সাংগঠনিক এরিয়া জুড়েই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। চলছে প্রচার, দেওয়াল লিখন শহর জুড়েই।

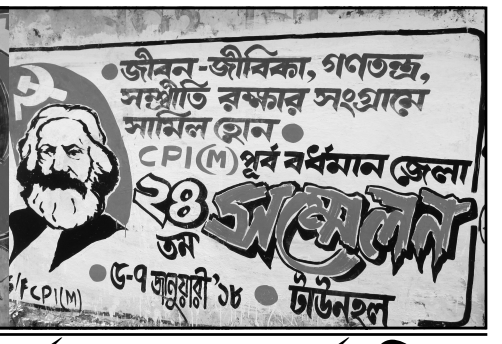

এসএফআই-এর ৩৬তম রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন বার্ণপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বার্ণপুর, ১৮ ডিসেম্বর : শিক্ষায় গণতন্ত্র ফেরাতে এস.এফ.আই ৩৬তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়েছে বার্ণপুরের ভারতী ভবনে। মঞ্চের নামকরণ হয়েছে অর্ণব বসু নগর এবং জুনেইদ-আনোয়ার মঞ্চ। ১৬ ডিসেম্বর সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন এস.এফ.আই সর্বভারতীয় সভাপতি ভি. পি. শানু। সম্মেলন শেষ হবে ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি সীতারাম ইয়েচুরি। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, রাজ্য বিধানসভার বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অমিয় পাত্র, সি.আই.টি.ইউ রাজ্য নেতা বংশগোপাল চৌধুরী, সি.পি.আই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, যুব নেতা সায়নদীপ মিত্র এবং জমির মোল্লা প্রমুখ।

সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে ভি

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষাক্ষেত্রে হামলা রুখতে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষাক্ষেত্রে হামলা রুখতে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সকল স্তরের মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়। এ বি টি এ বর্ধমান জোনাল কমিটির উদ্যোগে আহুত এক আলোচনাসভায় তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল কর্তৃক শিক্ষা গৈরিকীকরণ এবং রাজ্য শাসক দল কর্তৃক শিক্ষা পরিবেশ দুর্বৃত্তায়ন করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব হলে আয়োজিত এই সভায় উপচে পড়া ভিড়ে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুধীর রায়, সেখ সাইদুল হক নীহারঞ্জন রক্ষিত প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে রক্তদান কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ ডিসেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত-১ এরিয়া সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষের আহ্বানে ১০০ বোতল রক্তদানের কর্মসূচিতে অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইস্পাত শ্রমিক ও তাদের পরিবার সহ ইস্পাতনগরী ও দুর্গাপুরের বহু সাধারণ মানুষ রক্তদানের জন্য এগিয়ে আসেন। লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ১২০ বোতল রক্ত সংগৃহীত হয়। মোট ৯ জন মহিলা রক্তদান করেছেন। সকাল থেকে আশিস-জব্বার ভবন সেজে ওঠে রক্তপতাকায়। রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, সি.আই.টি.ইউ-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত, পঙ্কজ রায় সরকার, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, দুর্গাপুর সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অফ থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড এইডস-এর কার্যকরী সভাপতি গোপীরঞ্জন বসু প্রমুখ। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সহায়তায় রক্ত সংগৃহীত হয়। দুর্গাপুর ইস্পাত-১ এরিয়া সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক দীপক ঘোষ জানিয়েছেন সংগৃহীত রক্ত বিশেষ করে ডেঙ্গু ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসায় চাহিদা মেটাতে বিশেষ সহায়ক হবে। ১৭ ডিসেম্বর ডি.ওয়াই.এফ আই-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরকে সফল করার উদ্দেশ্যে 'রক্তের জন্য হাঁটুন' এই আহ্বান জানিয়ে রাজবাড়ি মোড় থেকে সিয়ারসোল রক্ষাকালী তলা পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বের হয়। ৭ জন মহিলা সহ ৭৭ জন রক্তদান করেন। রক্তদানশিবিরের উদ্বোধন করেন প্যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টনে জোড়া ব্রোঞ্জ জয়ী রাজা মগত্রা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক হেমন্ত প্রভাকর, রুনু দত্ত, রবীন সরকার, ডা. সজল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও যুব নেতা সাগর ব্যানার্জী, প্রদীপ দাস সহ অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষ।

শীত পড়তেই চুপিচুপি চুপিতে আসে পরিযায়ী পাখির দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১৮ ডিসেম্বর— শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে চুপি পাখিরালয়ে। পাখি প্রেমিকদেরও আনাগোনা শুরু হয়েছে। ফলে পূর্বস্থলীর এই পাখিরালয় এখন বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সপ্তাহ শেষে যে কেউ একদিন ছুটি কাটাতে এখানে এলে মন্দ লাগবে না। শুধু পাখিরালয় নয়, মহামনীষীদের এই জন্মভূমি ছুঁয়ে দেখারও সুযোগ থাকছে। এই চুপি গ্রামে জন্মেছিলেন সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত ও তাঁর পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় ভাষা, দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত শ্যামদাস বাচস্পতি এই চুপি গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। এই চুপি গ্রামেরই সু-সন্তান রঘুনাথ রায় আগমনী, বিজয়া ও উমা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে ভারতবিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। সারা পড়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। ইনি ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীয় বংশধর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা গ্রামে। ভারতীয় ভাষায় প্রথম বাঙলা গেজিটি নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ হয় ১৮১৮ সালের মে মাসে। এই পত্রিকার সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মস্থান পূর্বস্থলীর বহরা গ্রামে। এই গ্রামেই পত্রিকা ছাপার জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। যা আজও ওই স্থানটি ছাপাখানা ডাঙা হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে।

তাই পাখিরালয় দেখার সাথে ঐতিহাসিক স্থানগুলি দর্শন ভ্রমণপ্রেমীদের মন ভরিয়ে দেবে। নিরাশ হওয়ার কোন

জায়গা নেই। কলকাতা থেকে সহজেই ট্রেনে আসা যায় পূর্বস্থলী। তা ছাড়া গাড়িতে আসাও খুব সহজ। কলকাতা দূরত্ব মাত্র ১৩০ কিমি। শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে কাটোয়াগামী ট্রেন ধরে পূর্বস্থলী আসা যায়। পূর্বস্থলীতে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। যদিও পূর্বস্থলীর কাছেই নবদ্বীপধাম, সেখানে থাকা খাওয়ার অঢেল ব্যবস্থা। পাখিরালয়ে পাখি দেখার সাথে সাথে ওখানে সামান্য পয়সায় নৌকা ও ঐতিহাসিক স্থান গুলি দর্শন ভ্রমণ প্রেমীদের স্বপ্ন পুরণ হয়।

দিল্লি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করল মেমারি থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ ডিসেম্বর : চাঁচাইয়ের নাবালিকা লাবণী ব্যাপারিকে অবশেষে উদ্ধার করল মেমারি থানার পুলিশ। ২০১৬ সালের ১৯ এপ্রিল লাবণী নিখোঁজ হয়। লাবণীর বাবা নীরেন্দ্র ব্যাপারী অভিযোগের তদন্তে নেমে মেমারি থানার পুলিশ লাবণীর মোবাইলের কললিস্ট ধরে তদন্ত শুরু করে। সন্ধান পায় লাবণী দিল্লির নারেলা বলে একটি জায়গায় আছে। প্রায় দুবছর পর মেমারি থানার পুলিশ দিল্লি থেকে লাবণীকে উদ্ধার করে। লাবণীর বর্তমান বয়স ১৯ বছর। সে দিল্লি গিয়ে ২১ এপ্রিল ২০১৬ নারেলা দেহধর সিং-এর সঙ্গে বিয়ে করে। তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। মেমারি পুলিশ ১২ ডিসেম্বর তাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে এবং আদালত মেয়েকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দেয়।

নতুন চিঠি

১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

পাশবিক বললে পশুও লজ্জা পাবে

সমগ্র ভারত জুড়ে ধর্মের নামে একের পর এক যে বীভৎসার উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছে সংঘ পরিবারের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা, তাতে একদিকে যেমন নিজ ধর্মের উপরই তারা কলঙ্ক লেপন করে চলেছে, তেমনি প্রতিপক্ষের ধর্মীয় উগ্রবাদীদেরও উস্‌কে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটিই চলছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ছত্রছায়ায়।

কিছুদিন আগেই যুক্তিবাদী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা নির্মমভাবে খুন করে। অতি সম্প্রতি রাজস্থানে শম্ভুলাল রেগার নামে এক হিন্দুত্ববাদী যে নৃশংসতম উন্মত্ততায় মালদহের নির্মাণ-শ্রমিক আফরাজুল খানকে কুপিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, তাকে পাশবিক বললেও পশুরা লজ্জা পাবে। হত্যাকারী শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, হত্যাকাণ্ডের ভিডিও রেকর্ডিং করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও হিন্দুত্ববাদীদের হাততালি। নিহতর বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি মুসলমান হয়েও এক হিন্দু কন্যাকে বিবাহ করেছে। অথচ তার স্ত্রী-কন্যা-আত্মীয়-স্বজনই শুধু নয়, রাজ্যস্থান পুলিশও এর সত্যতা অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা সত্য-অসত্যের নয়। সত্য হলেও কি এই নারকীয় হত্যা যথার্থ? কে কী খাবে, কে কী পরবে, কে কাকে বিবাহ করবে, আইনের শাসনে আইনই তা ঠিক করবে, না কি কিছু ধর্মীয় উন্মাদের হাতে সেই অধিকার তুলে দেওয়া হবে? সারা ভারত জুড়ে গোরক্ষাবাহিনীর যে তাণ্ডব চলছে, তারও চরিত্র তো একই। ফারাকটা শুধু নৃশংসতার মাত্রায়।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়, এ-সব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বিকার মনোভাব। এবং দলগতভাবে বিজেপি দল ও তার আঞ্চলিক নেতারা, যেমন বর্তমান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দলীয় সভাপতি, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ-জাতীয় অমানবিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। অথচ ফেসবুকে সামান্য অপছন্দের কিছু পোস্ট হলেও সরকার হাতকড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিলম্ব করে না। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র, তার দেওয়া মৌলিক অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে ক্ষমতাসীন হলেও তার ধ্বংসাধনই বর্তমান হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রীয় সরকারের মৌল উদ্দেশ্য। তার কর্মধারায় ফ্যাসিবাদের এই ভারতীয় চরিত্রটাই ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

জানতে চাই

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে তিনটি বিভাগ, যথা কোলকাতা, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি। তন্মধ্যে বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনারের অফিসটি কোথায় —চুঁচুড়ায় না বর্ধমানে। দয়া করে অফিসের ঠিকানা জানালে বাধিত হব। পত্রিকা মারফত এই সংবাদটি জানাবেন।

বিনীত

সন্ধ্যা হাজরা

(প্রাক্তন শিক্ষিকা আউসগ্রাম সার্কেল)

এক ডজন প্রশ্ন

১. অতীতের ‘শ্যাম’ বর্তমানে ‘থাইল্যান্ড’ কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? কোন মহাদেশে অবস্থিত?
২. আনডোরা দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হালিম কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৪. বিপ্লবী দিনেশ গুপ্ত কবে জন্মান? কবে ফাঁসি হয়?
৫. ভারতে প্রথম সরকারি ভাবে বিধবা বিবাহ কবে হয়েছিল? কার উদ্যোগে? এই বিবাহের কনে এবং বর কে ছিলেন?
৬. জাপান কবে আমেরিকার পার্ল হারবারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়?
৭. কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযান করেন বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দিনেশ। কাকে কাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁরা কবে অভিযান করেন?
৮. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবতারিণীর কবে বিবাহ হয়? রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁর কী নাম দেন?
৯. প্রখ্যাত অভিনেতা কমল মিত্র কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১০. বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী কবে জন্মান? কবে তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
১১. কবে কার মৃত্যুদিবসে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়?
১২. কলকাতায় ঠাকুরবাড়ি জোড়াসাঁকোতে কবে গৃহপ্রবেশ হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নিবেদিতা—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

আইরিশ কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল কীভাবে ভারত-কন্যা নিবেদিতা হয়ে উঠলেন এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমনকি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অঙ্গনেও উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, সে এক অনন্য কাহিনি। এবং যে মহান ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণা ও সাহচর্যে এই কাহিনির সৃষ্টি ও ক্রমিক উদ্বর্তন, তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তাঁর সঙ্গে ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং তাঁর দেওয়া ‘ভগিনী নিবেদিতা’ নামেই তাঁর অত্যুজ্জ্বল ভারতীয় সত্তা গড়ে তোলেন। বিবেকানন্দেরই কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, ‘ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে/ সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।’ বিবেকানন্দের অকাল-প্রয়াণের পরও তাঁর আদর্শে নিবেদিতা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সর্বজনীন শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা, বিজ্ঞানচর্চায় প্রোৎসাহদান, সামাজিক গুণাবলীর বিকাশসাধন, মহামারি ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং, সর্বোপরি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সক্রিয়তাকে উদ্বুদ্ধ করার অবিরাম কর্মধারায়। নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ তাই বিশেষভাবে স্মরণ করায় বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অতুলনীয় সংযোগ ও আদর্শগত সমাহার এবং ভারতবর্ষে নবজন্ম লাভের পর তার মুক্তিসাধনায় ও মানবসেবায় তাঁর আত্মোৎসর্গের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে।

আলোচনার প্রারম্ভিক পর্বেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মৌল দর্শনে আধ্যাত্মবাদী হলেও গুরু বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার অনন্যতা এইখানে যে তাঁদের ধর্মদর্শন এক সুগভীর মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ও তার সমাজকে বাদ দিয়ে কখনোই তা ব্যোমমার্গে বিচরণ করেনি। ধর্মের সামাজিক ভূমিকার বিষয়টি তাঁদের ধর্মদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। বস্তুসত্যের ও সমাজসত্যের কঠিন মাটির উপরে দাঁড়িয়েই তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মবাদী মূল্যবোধের আলোকে তার গুণাগুণ বিচার করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন এবং একই সঙ্গে ধর্মের নামে নানা বিকারের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। যা সর্বমানবের কল্যাণ করে না, তাকে তাঁরা প্রকৃত ধর্ম বলেই মানেননি। সবার উপরে যে মানুষ সত্য, চিন্তায় ও কর্মে এই প্রজ্ঞাবোধ থেকে তাঁরা কখনোই বিচ্যুত হননি।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তথা নিবেদিতার জন্ম উত্তর আয়ারল্যান্ডে, ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর। মাত্র ১০ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে ইংল্যান্ডের একটি দাতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুলশিক্ষা ও হ্যালিফ্যাক্সে কলেজশিক্ষা গ্রহণ করে ১৭ বছর বয়সেই শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮৯২ সালে ২৫ বছর বয়সে তিনি নিজেই উইম্বেলডনে একটি স্কুল স্থাপন করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা লন্ডনের বৌদ্ধিক মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। সেই সূত্রেই ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে এক পারিবারিক সভায় ৩৫ বছর বয়স্ক স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ বক্তব্য এবং মানব-কল্যাণে আত্মোৎসর্গের বলিষ্ঠ আহ্বান তাঁকে অভিভূত করে। তাঁর নিজের ভাষায়—‘ধনুকে তীর তার নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পেলো।’ আপন চিন্তা ও কর্মের মহত্তম দিক্‌নির্দেশক হিসাবে বিবেকানন্দকেই গুরু হিসেবে গ্রহণ করে ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি তাঁর সাথেই কলকাতায় চলে আসেন, এবং ২৫ মার্চ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে দীক্ষা নিয়ে তাঁরই দেওয়া ‘নিবেদিতা’ নামে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ও কর্মধারার নিরূপক বিবেকানন্দের ছত্রছায়া চার বছরের বেশি তিনি পাননি, কেননা ১৯০২ সালেই বিবেকানন্দের অকালপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু এই গভীর শোক কাটিয়েই তাঁর উপর বিবেকানন্দ যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য নিবেদিতা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবিরাম কর্মধারার পাশাপাশি ধারাবাহিক লিখনধারার মধ্যে তাঁর অসাধারণ মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখাগুলি ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতীয় নারীত্ব, শিক্ষা, জাতীয়তা, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে ছটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিবেকানন্দের অসাধারণ মূল্যায়ন করেছেন ‘ধ্বঞ্চস্ঠ্রন ঙন্স জ্জ (থন্দ্র ছ্বদ’ গ্রন্থে। এছাড়াও ভারতীয় ও ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারিতে কোলকাতায় এসে নভেম্বর মাসেই নিবেদিতা বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে তাঁর বাসস্থানে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেই সময়ে গোঁড়া ভারতীয় সমাজের বাবা-মায়েরা কন্যা-সন্তানদের স্কুলে পড়াবার কথা প্রায় ভাবতেই পারতেন না, বিশেষত এক বিদেশিনী-পরিচালিত স্কুলে। বিবেকানন্দের সক্রিয় উদ্যোগে একটি সহযোগী গোষ্ঠী গঠন করে নিবেদিতা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। স্কুলের ব্যয় নির্বাহে নিজের আর্থিক সামর্থ্যের পূর্ণ ব্যবহার করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ১৮৯৯ সালের জুন মাসে ইউরোপ ও আমেরিকায় যান। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ফিরে আসেন। ওই বছরেই বিবেকানন্দ প্রয়াত হন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও মানব-কল্যাণের কাজে নিবেদিতা অকুণ্ঠচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় প্লেগ মরামারি রূপে দেখা দিলে বিবেকানন্দের প্রোৎসাহে তিনি এক সহযোগীদল গঠন করে রোগ প্রতিরোধ ও রোগাক্রান্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দিবারাত্র তাদের ও তাদের পরিবারগুলির পাশে থেকে এক মাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে যথার্থই ‘লোকমাতা’ অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের কলাচর্চার ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজস্ব গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার আহ্বান নিয়ে নিবেদিতা ভারতীয় কলাশিল্পীদের ব্যক্তিগতভাবে ও লেখার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং কোলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় বেঙ্গল স্কুল অব আর্টস-এর মাধ্যমে এক নতুন প্রজন্মের কলাশিল্পী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। নন্দলাল বসুর মতো বিখ্যাত অনেক কলাশিল্পীই তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

কলাচর্চার পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে নিবেদিতা বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীকে (যাঁকে তিনি ‘খোকা’ বলে ডাকতেন) বিজ্ঞান-গবেষণায় অবিরাম উৎসাহ প্রদান করেন এবং আর্থিক সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ান। ব্রিটিশ সরকার যাতে এ ব্যাপারে ঔদাসীন্য কাটিয়ে সহায়তা দান করে তার জন্যও চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর এই অনন্য প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের জীবনকৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রোৎসাহ ও সহযোগিতা দান নিবেদিতাকে এক বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিবেদিতার কর্মধারা যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই তাঁর মনে এই উপলব্ধি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে যে বিবিধ প্রকার কর্মধারার কার্যকারিতার জন্য সেগুলির পশ্চাৎপটে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশনা থাকা একান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের জন্য তাই যা অপরিহার্য তা হলো বিবেকানন্দের ‘মানুষ তৈরি’-র ধারণাকে ‘জাতি গঠন’-এর ধারণায় উত্তীর্ণ করা, মানুষের হৃদয় ও মননে জাতিগত আত্মসচেতনতা গড়ে তোলা, জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা। এই জাতীয়তাবোধ যেমন আপন দেশের সঙ্গে একাত্মতাবোধের ব্যাপকতর অর্থে, তেমনি নিজ দেশে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিশেষ রাজনৈতিক অর্থেও। বিদেশি শাসনাধীনে কোনো জাতির পক্ষে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। কাজেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারার লক্ষ্য হবে ভারতবাসীর মধ্য বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে রচনার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলা। তাই নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রণী প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। স্বদেশকে মাতা হিসাবে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই একই ভারতমাতার সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অখণ্ড এক জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে তার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় সংগীত ‘বন্দেমাতরম্’কে বিদ্যালয়ের প্রার্থনা-সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেন। পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা এবং পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করে একের পর এক সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রচার ও আর্থিক অনুদান সংগ্রহে সক্রিয় হন। নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মধারায় অসন্তুষ্ট রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে। তিনি তা মেনে নিয়েই নিজ প্রত্যয়ে ও কর্মে অবিচল থাকেন। যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা ও জনসেবার কাজে গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহায়তা এবং সারদাদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অটুট ছিল। অন্যদিকে নিবেদিতার এই জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের সমূহ ক্রোধের কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর পাশ্চাত্য জন্মসূত্র ও বিবেকানন্দের শিষ্যত্বের পরিচয় হয়তো শাসকের প্রত্যাঘাত থেকে নিবেদিতাকে অনেকটাই রক্ষা করেছে। তাছাড়া তাঁর অনেক ব্রিটিশ অনুরাগীও ছিলেন, এমনকি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও। যেমন ব্রিটিশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং লেডি মিন্টো, যাঁর স্বামী ভারতবর্ষের ভাইসরয় হয়েছিলেন, নিবেদিতার বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তাঁর কাজের প্রশংসা পর্যন্ত করেছিলেন।

বাগবাজারে নিবেদিতার বাসস্থানটি একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গমস্থল এবং জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা ও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রোৎসাহ-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে যেমন একদিকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, তামিল জাতীয়তাবাদী কবি সুব্রাহ্মণ্য ভারতীর মতো সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানজগতের তারকারা, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ-এর মতো প্রবাদপ্রতিম রাজনৈতিক নেতারা। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং মহাত্মা গান্ধীও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গোখেল বলেছিলেন, নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হওয়া যেন প্রকৃতির এক মহাশক্তির সংস্পর্শে আসা। একবারের সাক্ষাতেই সুব্রাহ্মণ্য ভারতীর মনে হয়েছিল নিবেদিতা যেন ভারতমাতার মূর্ত রূপ এবং দেশপ্রেমের শিক্ষয়িত্রী। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রামেও তিনিই তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও নিবেদিতার অনুরাগী ছিলেন তরুণ প্রজন্মের বহু শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী রাজনীতিকরা। নিবেদিতা যদিও নরমপন্থী রাজনীতিতে

—এরপর চারের পাতায়

দেশ ও সমাজ

উত্তাল সময়ের এক অক্ষর সেনানী

অরুণ মজুমদার : হাপড়ের প্রতিটি টানেই গণগণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে, লোহখণ্ডটি লাল থেকে আরো লাল হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝেই হাতুড়ি নেমে আসছে সপাটে—তৈরি হচ্ছে নানাবিধ আয়ুধ, দাবানল সৃষ্টির প্রতীক্ষায়। এভাবেই নডিহার কামারশালার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিল বাংলার প্রতিটি প্রত্যন্তে। দেবদত্ত রায়ের নায়ক ইস্টপদরা হাতে তুলে নিয়েছিল কুঠার।

কুমিল্লার ঐতিহাসিক ঈশ্বর পাঠশালা থেকে হাতেখড়ি। পরবর্তীতে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ। দেশভাগজনিত কারণে দেশত্যাগ। কর্মজীবনে রেল শ্রমিক, করণিক, গৃহশিক্ষকতা, সর্বশেষ স্কুলে শিক্ষকতা আসানসোলে। বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী। রক্তে বহতা সেই স্রোত এখানেও টেনে এনেছিল রাজনীতির অঙ্গনে। কবি অবনীমোহন চক্রবর্তীর উৎসাহে শুরু গল্প লেখা।

বিগত শতাব্দীর দু'-এর দশকটি তার ঐতিহাসিক বৈভব নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। লড়াইয়ের আতুরঘর এ দশক। দিকে দিকে মানুষ জাগছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে ধ্বংসের এক উন্মত্ত নেশায় মেতেছে ভিয়েতনামে। প্রতিদিন টন টন নাপাম বোমা উগরে দিচ্ছে ভিয়েতনামের মাটিতে। ভিয়েতের লড়াকু মানুষের হাতে ধ্বংস হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি বি-৫২ বোমারু বিমান। কিংবদন্তি নায়ক হো চি মিন টায়ারের চটি পায়ে সে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর সেনাপতি ইতিহাসের অধ্যাপক ভো নগুয়েন গিয়াপ। গিয়াপের জনযুদ্ধ ও মুক্তিফৌজ বিশ্বের তাবৎ মিলিটারি একাডেমিতে পাঠ্য। ইন্দোনেশিয়া তখনো লড়াইয়ের ময়দানে উজ্জ্বল, কম্বোডিয়া লাউস সহ সারা পূর্বদেশ লালে লাল। প্রিন্স নরোদম সিহানুক রাজ তখ্‌ত ছেড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। জাঁ পল সাঁত্রে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন মিলিটারির সামনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সারা বিশ্ব জুড়ে ছাত্রযুবরা উত্তাল। ধ্বনিত হচ্ছে সেই অমোঘ উচ্চারণ—সাম্রাজ্যবাদ দূর হঠো—তোমার শেষ দিন সমাসন্ন।

ভারতের বুকে লড়াইয়ের এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টি গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল নতুন এক রণকৌশল নিয়ে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'। এর ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিন শহিদ মিনার ময়দানে সামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার যুব জনতা। উত্তাল হল সারা বাংলার কৃষক শ্রমিক, ছাত্র যুবদের সঙ্গে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও। জমায়েত হলেন নতুন ভারত গঠনের স্বপ্নে।

এই পটভূমিকায় অনেক অক্ষর-সেনানীর সঙ্গে যুক্ত হল দেবদত্ত রায়ের নাম। কয়েকজন প্রগতিশীল সচেতন যুবক মিলে প্রকাশ করলেন 'নন্দন' পত্রিকা—সম্পাদক সনৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সত্য গুপ্ত। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর। 'নন্দনের আর এক নাম সংগ্রাম'—এই সম্পাদকীয় বুকে নিয়েই পথচলা শুরু নন্দনের। বাংলার অগণিত কবি সাহিত্যিক গল্পকার এই শ্লোগানের পতাকাতলে সমবেত হলেন। গল্পকার দেবদত্ত রায়ও এই বৃত্তে হাজির। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেন লিখি কাদের জন্য লিখি' এ উচ্চারণ গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁকে। তাই তিন শতাধিক গল্প এবং তেরোটি উপন্যাসে সাধারণ সৎ মানুষের জীবনের জয়গানই গেয়ে গেছেন। তাঁর সাধাসিধা সহজ সরল জীবনযাপন আকৃষ্ট করেছিল সবাইকে।

সম্ভবত ৬৮ সালে নন্দনের পাঠকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ গল্পকার নির্বাচিত হলেন দেবদত্ত রায়। তৎকালীন নন্দন সম্পাদক রামরঞ্জন ভট্টাচার্য আমাকে পুরস্কারের বইগুলি কিনতে দিয়েছিলেন। স্টুডেন্টস হলের এই অনুষ্ঠানেই প্রথম তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। বইগুলি পেয়ে খুবই খুশি। তখন থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে পরিচয় বহমান। মাঝে মাঝেই সকালে ফোন করতেন—অরুণদা কেমন আছেন...। আমার চেয়ে অনেকটা বড় হলেও এভাবেই সম্বোধন করতেন।

সত্তরের দশকে যখন আবারো আক্রান্ত গণতন্ত্র, কংগ্রেসী মাফিয়াদের আক্রমণে বিধ্বস্ত জনমানস, জননেতা জ্যোতি বসুর ঐতিহাসিক ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলের সমাবেশের আহ্বানে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা গঠন করলেন 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী'। তখনও জন্মলগ্ন থেকেই দেবদত্ত রায় যুক্ত। বর্ধমান জেলারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সংগঠনের 'চারুবাক' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনাতেই সমৃদ্ধ হয়। চারুবাক, সময় ও সংস্কৃতি, গল্পগুচ্ছ, পর্যবেক্ষক, চতুষ্কোণ, বসুমতী, নতুন চিঠি, গণশক্তি এইসব পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক।

সহজ সরলভাবে তাঁর যাপিত জীবন আমাদের আদর্শ হওয়াই কাম্য। আমি অর্ধশতাব্দী কাল ধরে একই রকম দেখেছি তাঁকে। আত্মজীবনীমূলক বইটিতে অনেক সত্য কথা বলার জন্য অনেকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়েছে তাঁকে। আমরা যেন তাঁকে ভুলে না যাই। আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই এই লড়াকু অক্ষরসেনানীর প্রতি।

মুসকিল আসান করে যাচ্ছে ছোট্টু

কিশোর মাকর: গত পূজার ছুটিতে শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার ছুটি কাটাতে বাইরে যান। সিসি টিভি ক্যামেরায় মোড়া বাড়ি। ছুটি কাটিয়ে রাত বারোটায় বাড়ি ফেরা। দরজা খুলতে গিয়ে মহা মুসকিলে পরিবার। চাবির ব্যাগটাই ফেলে এসেছে। ডাক পড়ে ছোট্টু তেওয়ারির। মুসকিল আসানে ছোট্টু তেওয়ারির চলে অভিযান। ওদিকে গোটা পরিবার টান টান উত্তেজনায় কাঁপছে। ঘন্টাখানেক কসরত করে মুসকিল আসান করে ছোট্টু। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিবারের মুখে হাসি। ৫০০ টাকা তুলে দিতে যায় ছোট্টুকে। ফিরিয়ে দিয়ে মাত্র ৫০ টাকা নেয় হাসিমুখে। এরকম আকছার ঘটনা ঘটেছে ছোট্টুর জীবনে। কিন্তু কোনোদিন মজুরির বেশি বাড়তি পয়সা দাবি করেনি ৬০ বৎসরের ছোট্টু তেওয়ারি।

নির্লোভ, সদাহ্যসময় ছোট্টর বাড়ি বিহারের সিওয়ান জেলা। ঠিকানা ফুটপাতে দু ফুট বাই দু ফুট বসার জায়গা। মাথার ওপরে হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তার। শিয়রে বিপদ। বর্ধমান থানা পেরিয়ে বিদ্যুতের পোলের নীচে হাঁসিমুখে সবার মুসকিল আসান করে যাচ্ছে। মাত্র দুটি যন্ত্র দিয়ে কিস্তিমাত। কাউকে অস্বাভাবিক মজুরি নয়। হাসিমুখে খদ্দেরদের খুশি রেখে দর বলা।

কিশোর বয়সে কাজের খোঁজে মুকুল ছেড়ে বেনাচিতিতে কাকার দোকানে ঠাঁই। কাকার দোকানে ফাই ফরমাস খাটা। এরপর চলে আসেন বর্ধমানে। কাকার চাবি সারাই কাজ শিখে গ্রামে গ্রামে ফেরি করেছেন। এখন ঠিকানা বিদ্যুতের পোলের নীচে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা। কাজের ফুরসৎ নেই। দৈনিক গড়ে ৩০০ টাকা আয়। মাথা গোঁজার আশ্রয় অসীম ঘোষ উকিলের একফালি বারান্দা। এখানেই চারটি ছেলেকে পড়ানো, বড় করা। বড় ছেলে বাবার পেশা নিলেও তিন ছেলেই অন্য কর্মে নিযুক্ত। স্ত্রী থাকেন বিহারের সিওয়ানে। এখান থেকেই টাকা পাঠিয়ে একটু একটু জমি কেনা। চোখ যতদিন অটুট থাকবে ততদিনই সবার মুসকিল আসান করে যাবেন ছোট্টু। আর নির্লোভ সদা হাস্যময় ছোট্টু ফুটপাতে রোদ, জল, কনকনে ঠাণ্ডায় অভাবের সংসারের ঘানি টেনে নিজেরও মুসকিল আসান করে যাচ্ছেন।

বে-আইনি নির্মাণ বন্ধ করলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ ডিসেম্বর : মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে বন্ধ হল সরকারি জায়গায় একটি বে-আইনি নির্মাণ। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনা গ্রামে। এই গ্রামের গাজী পাড়ার বাসিন্দা বাবুলাল কিসকু নামের এক যুবক তার বাড়ির দলিল দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ পায়। সেই অর্থে তার নিজের বাড়িতে বাড়ি নির্মাণ না করে সেখান থেকে গ্রামের বাইরে গিয়ে সড়কের পাশে নির্মাণের কাজ শুরু করে। সেই জায়গাটি সম্পূর্ণ পূর্ত সড়ক দপ্তরের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রভাবশালীদের একাংশের মদতেই বাবুলাল এই নির্মাণের কাজ বলপূর্বক চালিয়ে যাচ্ছিল। কারো কোনো কথায় কর্ণপাত করছিল না। শেষে গ্রামে আমের আলী মোল্লা সহ ৬ জন গ্রামবাসী বাবুলাল কিসকুর বিরুদ্ধে কালনা মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগপত্র জমা দেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া পূর্ত সড়ক দপ্তরের সহ বাস্তুকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক পূর্ত সড়ক দপ্তর নোটিশ জারি করে ওই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। বাবুলাল কিসকু বাড়ি নির্মাণের অর্থ যে দপ্তর থেকে পেয়েছেন, সেই কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিলন দেবঘড়িয়া বলেন, এই বে-আইনি নির্মাণ কোনোভাবেই করতে দেব না। কালনা পূর্ত সড়ক দপ্তরের বাস্তুকার শম্ভুনাথ দাস বলেন, আমরা আজকেই আইনি নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছি অভিযুক্তর হাতে। নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যদি পুনরায় কাজ শুরু হয় তাহলে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নেব। তাই কালনা থানাকেও এই নোটিশের কপি দেওয়া হয়েছে। এদিন অর্জুনা গ্রামে গিয়ে অভিযুক্ত বাবুলালের সাথে দেখা করা হয়। তিনি প্রকৃত সত্যটা নিজের মুখেই স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, আমরা কাজীপাড়ার জায়গার দলিল দেখিয়ে টাকা পেয়েছি। আর সেই টাকা দিয়ে পূর্ত সড়কের জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করছি। এদিন নির্মাণ কাজ বন্ধের নোটিশ পাওয়ার কথাও স্বীকার করেন।

লাইফ জ্যাকেট হাতে নিয়েই খেয়া পার, ক্ষুব্ধ মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ ডিসেম্বর : কালনা খেয়াঘাটে নৌকায় ওঠার আগে পরা বাধ্যতামূলক আছে লাইফ জ্যাকেট। আর তার নজরদারির জন্য আছে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের স্থায়ী কর্মীরা। কিন্তু দেখা গেল যাত্রীরা নৌকা পারাপার করছেন লাইফ জ্যাকেট হাতে নিয়ে। কোনো যাত্রীই লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করছেন না। এই চিত্র দেখার পরই কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি কর্মরত বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীদের সাথে কথা বলেন। তিনি নির্দেশ দেন—নৌকায় চাপার আগে যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরানোর ব্যবস্থা করতেই হবে। বছর দুই আগে কালনা খেয়াঘাটে নৌকাডুবিতে একসাথে ২০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়। লাইফ জ্যাকেট যাত্রীরা পড়ছেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কর্মরত বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা জানান—জ্যাকেটগুলি এতই নোংরা ও দুর্গন্ধময় যে, যাত্রীরা নাক সিঁটকাচ্ছেন। জোর করে তাদের হাতে জ্যাকেটগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তারা পারাপারের সময় পড়ছেন না। যাদের উপর জ্যাকেটগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার দায়িত্ব, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। কালনা খেয়াঘাটের অপর পাড়ে পরিবহন দপ্তরের দেওয়া চার লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় যাত্রী শেড ও শৌচাগার। এদিন এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। উদ্বোধনে তিনি বলেন, যাত্রীদের জ্যাকেট পরা নিশ্চিত করতেই হবে কর্মরত কর্মীদের। তা না হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ ডিসেম্বর : চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করার সময় ধরা পড়ে গেল সাগর মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি। তার বাড়ি কালনা শহরের ছোট দেউড়িতে। সে এই শহরেরই দোকান কর্মচারী ছিল। ১২ ডিসেম্বর বিকালে মালিকের সাড়ে নয় বছরের মেয়েটি বাড়িতে একাই ছিল। সেই সুযোগে মেয়েটিকে যৌন হেনস্থা করার সময় মালিকের চোখে পড়ে যায়। বেশ উত্তম-মধ্যমের পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে আহত অবস্থায় কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। ১৫ ডিসেম্বর ধৃতকে কালনা আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জোড়া নাবালিকার বিয়ে রুখলো প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ ডিসেম্বর : জোড়া নাবালিকার বিয়ে রুখলো কালনা-২ ব্লক প্রশাসন। একটি কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিউধারায় এবং অপরটি বাদলায়। দুটি ক্ষেত্রেই বর-কনের উভয় পক্ষ থেকেই অঙ্গীকারপত্র আদায় করা হয়। জিউধারায় সি আই পাড়ার নুরুল ইসলাম নামের এক যুবকের বিয়ে ঠিক হয়েছিল পাড়ারই একটি স্কুলছুট মেয়ের সাথে। যার স্কুলের রেকর্ড অনুযায়ী বয়স মাত্র ১২ বছর। ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বর-কনের গায়ে হলুদ হয়ে যায়। এদিন দুপুরের নামাজের পর তাদের বিয়ে হবে। সেইমতো নুরুল ইসলাম বরের সাজ পরে এদিন মসজিদে ঢুকেছিলেন নামাজ পড়তে। নামাজ শেষেই বসবে বিয়ের আসর। নামাজ শেষে নুরুল ইসলামের বাড়িতে বিয়ের আসর বসেনি, তার আগেই সেখানে হাজির কালনা-২ ব্লক প্রশাসন। নুরুল ইসলাম তার সাবালক হওয়ার বয়সের প্রমাণপত্র দেখালেও, কনের সাবালক হওয়ার প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি। ফলে বর কনে দুপক্ষকেই এই বিয়ে ভেঙে দিতে হয়। কনে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা বিয়ে দেবেন না বলে দুপক্ষকেই অঙ্গীকারপত্র লিখে দিতে হয়। বাদলা উচ্চ

—এরপর চারের পাতায়

স্টেশনে থাকার অধিকার আদায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ ডিসেম্বর : কাটোয়া রেল স্টেশন চত্বর থেকে রেল হকারদের জোর করে উচ্ছেদের হুইপ জারি করেছিল রেল। কিন্তু সি আই টি ইউ-এর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই উচ্ছেদ রুখলো রেল হকাররা। রেলের স্বার্থকে সুরক্ষিত রেখে রেল স্টেশন চত্বরেই থাকার অধিকার আদায় করেন তারা। কাটোয়া স্টেশনে দীর্ঘদিন থেকেই শতাধিক রেল হকার ব্যবসা করেন। কিন্তু খুব সম্প্রতি উন্নয়নের নামে রেল দপ্তর ঘোষণা করে কাটোয়া স্টেশন থেকে ১৩ ডিসেম্বর মধ্যে সমস্ত হকারকে চলে যেতে হবে। তা না হলে ১৪ ডিসেম্বর বেলা ১১টার পর তাদের জোর করেই উচ্ছেদ করা হবে। এই ঘোষণার পর সি.আই.টি.ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেল হকার্স ইউনিয়নের কাটোয়া শাখার উদ্যোগে হকারদের জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। কাটোয়া থেকে সালার পর্যন্ত বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে সাড়ে তিন শতাধিক হকার এদিন কাটোয়া স্টেশনে জমায়েত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। সি.আই.টি.ইউ-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা

কমিটির সভাপতি অঞ্জন চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভের সভা। বক্তব্য রাখেন সঞ্জিত মুখার্জী, সুবল দাস, দেবাশীষ বসু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সম্পূর্ণভাবে রেল হকার উচ্ছেদের ফরমান আমরা কোনোভাবেই মানবো না। রেলের স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রেখেই হকাররা তাদের ব্যবসা করবে। এতগুলো মানুষের রুজি রোজগার রেল কেড়ে নেবে, তা আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো না। বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রেল হকারদের অধিকার সুরক্ষিত করবে। সভা শেষে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি সারা কাটোয়া স্টেশন পরিক্রমার পর কাটোয়া আর.পি.এফ স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তার আগে সাতজনের একটি প্রতিনিধি দল আর পি এফ আধিকারিক ও স্টেশন ম্যানেজারের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। দুই আধিকারিক শেষে প্রস্তাব দেন—হকাররা স্টেশন চত্বরে কোনো স্থায়ী পরিকাঠামো রাখতে পারবেন না। তারা ঠেলাগাড়ির মাধ্যমে মাল-পত্র বিক্রি করতে পারে। তাহলে আর উচ্ছেদের প্রশ্ন থাকছে না। রেল হকারদের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেন। তারা বলেন ঠেলাগাড়ির মাধ্যমেই হকাররা কাটোয়া স্টেশন চত্বরে ব্যবসা করবেন।

তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন

—দুয়ের পাতার পর

বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও এই ধারার রাজনীতিকদের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাশিয়ান নৈরাজ্যবাদী ক্রুপটকিন-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। জাপানের জাতীয়তাবাদী নেতা ওকাকুরার সঙ্গে তিনি একসময় কাজ করেছেন। পরে যখন এককভাবে কাজে নামলেন তখন গোপন সংকঠন 'অনুশীলন সমিতি' সহ বাংলার বহু নবীন বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সংগ্রামে, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে লর্ড কার্জন বলেন যে পাশ্চাত্যের নৈতিকতায় সত্যের স্থান অন্য দেশের তুলনায় অনেক ওপরে। নিজের একটি গ্রন্থেই যে তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে কয়েকটি মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন, এই মর্মে নিবেদিতার বক্তব্য 'অমৃতবাজার' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কার্জন ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। ১৯০৫ সালেই লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করেন। এর প্রতিবাদে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়। নিবেদিতা এই আন্দোলন সংগঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'বন্দেমাতরম' সংগীতের গায়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে তা চালু রাখেন। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণেকে 'স্বদেশী সাধনা'য় উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে অর্থসাহায্য ও রসদ যোগানোর মাধ্যমেও তিনি আন্দোলনের সহায়তা করতেন। এমনকি সরকারের মধ্য থাকা তাঁর সংযোগসূত্রকে ব্যবহার করে বিপ্লবীদের আগাম সতর্কবার্তাও পাঠাতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর নিবেদিতা ১৯০৫ সালে শক্তির প্রতীকস্বরূপ একটি বজ্র ও তার উভয়পার্শ্বে 'বন্দে মাতরম্' লিখিত স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার একটি রূপকল্প তৈরি করেন। ১৯০৬ সালে কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তা প্রদর্শিতও হয়। নিবেদিতা স্বলিখিত পুস্তকগুলির ওপর এই প্রতীকটি ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র বসু এই প্রতীকটিকে কোলকাতার বোস ইন্সটিটিউট-এর শীর্ষে স্থাপন করেন।

১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ও তার পরেই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় বন্যাপীড়িত মানুষের সুরক্ষায় ও দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামীণ মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেবার নিরন্তর পরিশ্রমে এবং তার পরেই দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে নিবেদিতার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯০৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি বিদেশে থাকেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ঘটে এবং 'কর্মযোগিন' পত্রিকা পরিচালনায় তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ সাহায্য করেন।

পারিপার্শ্বিক বা শারীরিক কোনো প্রতিকূলতাই জনসেবামূলক কাজ, বিজ্ঞান-অন্বেষা, শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার বিকাশসাধনের অবিরাম প্রয়াস এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মধারার সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ থেকে তাঁকে বিরত করতে পারেনি। ভারতবর্ষকেই নিজের মাতৃভূমি-জ্ঞানে যিনি সারাজীবন ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে, ভারতবাসীর নিরন্তর সেবায় ও চেতনার উদ্বোধনে এবং পরাধীনতার নাগপাশ থেকে তাকে মুক্ত করার সংগ্রাম গড়ে তোলার অবিরাম কর্মধারায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিং-এ সেই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে। হিমালয়ের ক্রোড়ে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটিতে সেই পরম সত্যটিই লিখিত রয়েছে ঞ্জ এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন।

তিন গুণী ও কৃতীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ ডিসেম্বর : গৌরাঙ্গধর পাল দীর্ঘদিন কুতুবপুর এম.এস.কে-র প্রধান শিক্ষক। তিনি মাসে মাসে যা বেতন পান, তা থেকে এক টাকা নিয়ে সমস্ত অর্থই দান করে আসছেন তার স্কুলের উন্নয়নে। আশীষ পাল নামের এক ব্যক্তি অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেড় শতাধিক গরিব মানুষের বাড়ি নিজের পয়সা ব্যয় করে পাকা শৌচাগার নির্মাণ করে দিয়েছেন। অকালপৌষ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী অরুণা বাগ জাতীয় ফুটবল খেলেছে। এই তিনজন গুণী ও কৃতীর বাড়িই হল কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়। আজ এই তিনজনকেই সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করে কালনা-২ ব্লক প্রশাসন। সংবর্ধনা দেওয়ার পর কালনা-২ বিডিও মিলন দেবঘড়িয়া বলেন, এই রকম তিনজন গুণী ও কৃতী

মানুষ আমার ব্লকে আছে, তার জন্য গর্ব হচ্ছে। আর আমি তাদের সংবর্ধনা দিতে পেরে নিজেও গর্বিত।

এই অনুষ্ঠানেই ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে বিভিন্ন কাজের নিরিখে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেও পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয় কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তৃতীয় সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার পায়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আলমগীর সাত্তার সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা।

নাবালিকা বিয়ে রুখলো প্রশাসন

—তৃতীয় পাতার পর

বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল পাশের হুগলি জেলার বাসনা গ্রামে। আজ ছিল আশীর্বাদ। বর ও তার বাবা এসেছিলেন কনের বাড়িতে। প্রশাসন সেখানে উপস্থিত হলে বর ও কনে কারোরই সাবালক হওয়ার বয়সের প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বর ও কনের দুপক্ষই এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৭৮২ সালের ৫ ডিসেম্বর, ব্যাঙ্কক। এশিয়া মহাদেশ। ২. ইউরোপ মহাদেশে, ১২৮৮ সালের ৬ ডিসেম্বর, আনডোরা-লা-ভেল্লা। ৩. ১৯০১ সালের ৬ ডিসেম্বর, বর্ধমান জেলার কেউবুড়ি গ্রামে। মৃত্যু ১৯৬৬ সালের ২৯ এপ্রিল। ৪. ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর, ফাঁসি ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই। ৫. ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে, কনে বর্ধমানের কালীমতি দেবী এবং বর যশোহরের শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ৬. ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর। ৭. ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর, কারাধ্যক্ষ সিম্পসন এবং স্বরাষ্ট্রসচিব মার-কে হত্যার উদ্দেশ্যে। ৮. ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, মৃণালিনী। ৯. ১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর, বর্ধমান শহরে। মৃত্যু ১৯৯৩ সালের ২ আগস্ট। ১০. ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, শহিদ ১৯০৮ সালের ১ মে। ১১. অ্যালফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল, ১০ ডিসেম্বর। ১২. ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর।

৩৬তম রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন বার্ণপুরে

—প্রথম পাতার পর

পি শানু বলেন, কেন্দ্রের মোদি সরকার এবং রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর সরকার মেরুকরণের রাজনীতির খেলা খেলছেন। এই দুই অশুভ শক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব ফেলেছে। প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে। মোদি সরকারের ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি ফানুসে পরিণত। নোটবন্দি খেলায় ১৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। গোরক্ষার নামে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য বেসরকারিকরণের দিকে। রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য চলছে। এস.এফ.আই এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সামনের লড়াইয়ে প্রস্তুত।

সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন মধুজা সেনরায়। সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজ, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফেরানো, সাম্রাজ্যবাদ ও বাণিজ্যকরণ রোধ, গৈরিকীকরণের প্রতিবাদ প্রভৃতি একগুচ্ছ প্রস্তাব নেওয়া হয়।

সম্মেলন পরিচালনা করছেন মধুজা সেনরায়, পার্থ দাস, দীপঙ্কর দে, প্রতিকুর রহমান, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, বিকাশ ঝা, রাজীব দাস, প্রিয়াঙ্কা সরখেল, সৌমেন কিস্কুকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী। ৯৯ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সৃজন ভট্টাচার্য ও প্রতিকুর রহমান। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এসএফআই-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী, বর্তমান সম্পাদক বিক্রম সিং, প্রাক্তন সভাপতি ও সি পি আই (এম)এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

চরম বিপাকে পেঁয়াজ চারা প্রস্তুতকারকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ডিসেম্বর : বার বার নিম্ন চাপের বৃষ্টিতে পেঁয়াজ চাষিরা বিপাকে তো পড়েছিলেনই। এবার চরম বিপাকে পড়লেন পেঁয়াজের চারা প্রস্তুতকারকরাও। দাম যাই হোক না কেন, বাজারে পেঁয়াজ চারা বিক্রিই করতে পারছেন না। কারণ পেঁয়াজ চারা রোপনের সময় এক মাস পিছিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা এ মরশুমে আর পেঁয়াজ চাষ করতে চাইছেন না। তাই ষাট টাকা কেজি পেঁয়াজের চারার দাম পনেরো টাকায় নেমে এলেও বাজারেই পড়ে থাকছে।

কালনা মহকুমার পাঁচ ব্লকে দুই হাজার হেক্টর শীতকালীন 'সুখসাগর' প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। চিরাচরিত পাট, ধান, আলু চাষে যখন লোকসানই লোকসান, তখন সুখসাগরে সুখ খুঁজে পাচ্ছিলেন কৃষকরা। তাই কৃষকদের এই পেঁয়াজ চাষে একটা বাড়তি উৎসাহ ছিল। কোন কোন কৃষক নিজের চাষের পেঁয়াজ চারা নিজে প্রস্তুত করে নিলেও অধিকাংশ কৃষক চারা কিনেই পেঁয়াজ চাষ করেন। তাই কৃষকের একটি অংশ শুধু পেঁয়াজ চারা প্রস্তুত করেই লাভবান হন। কিন্তু অক্টোবর মাসে দুবার, নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে একবার করে নিম্নচাপের বৃষ্টি এই মরশুমের পেঁয়াজের চারা রোপণের সময়কে মাসাধিকাল পিছিয়ে দিয়েছে। প্রগতিশীল কৃষকদের অভিমত—এখন পেঁয়াজ চারা রোপন করলে উৎপাদন তো মার খাবেই, পাশাপাশি তৈরি ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। কারণ সেই সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টির সামনে পড়তে হয় পেঁয়াজ চাষিদের। তাই এ মরশুমে পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের উৎসাহ একেবারেই নেই। তাই বাজারে পেঁয়াজ চারার কোন বিক্রি নেই। কালনা-১ ব্লকের নাগরগাছীতে পেঁয়াজ চারা বিক্রির সব থেকে বড় বাজার বসে। পেঁয়াজ চারা আড়তে আড়তে ডাই হয়ে পড়ে আছে, বিক্রি নেই। ফলে চরম বিপাকে পেঁয়াজ চারা প্রস্তুতকারীরা।

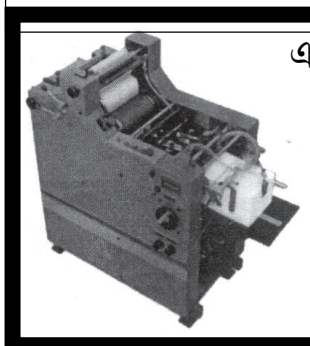

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

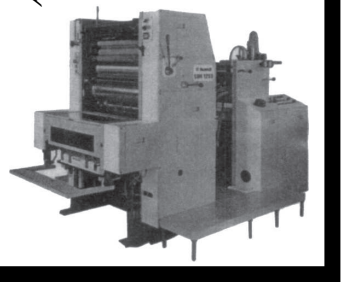

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা